

## খানকা শায়খ ড. মুশতাক আহমদ

ওয়াসা রোড, পাইটি, ডেমরা, ঢাকা

মোবাইল নং ০১৭১৫৪৩৭৪৪৫

দোস্ত আহবাব

নিজদের নামামকে সাদেকীনের নামায় বানানোর লক্ষে নিম্নোক্ত কথাগুলি ভালভাবে পড়ুন ও রপ্ত করতে চেষ্টা করুন। আল্লাহ পাক তাওফীক দান ফরমান, আমীন।

### নামায়

০১. নামায় হল **জামিউ আরকানিল আযমিনা**। পূর্বকার নামায় আর বর্তমান নামায়ের মেছাল হল মানুষ ও মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ। আগে ছিল এক একটা অংশ মাত্র। এখন গোটা ও পূর্ণাঙ্গ শরীর। কেউ স্রেফ দাড়িয়ে থাকতো, কেউ স্রেফ বসে থাকতো ইত্যাদি। কমপ্লিট কম্পিটারের মত। আগে ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, ক্যামেরা, ক্যালকুলেটর, টাইপ মেশিন, প্রিন্টার, হিসাব কিতাব, সিনেমা, অফিস আদালত সব ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সময় নিয়ে নিজস্বভাবে উন্নতি সাধন করে। কম্পিউটার এসে সবকিছু একস্থানে নিয়ে আসে এবং মান অনেক উন্নত বানিয়ে দেয়। পূর্বকার নামায় আর বর্তমান নামায় ঠিক তদ্রূপ।

এজন্য নামায়ের দ্বারা রূহানী উপকারিতাও তেমন পূর্বকার তুলনায় অনেক বেশী। পূর্বকার লোকেরা মওতের পর এই নামায় দেখে কত যে আফসোস করে সুবহানাল্লাহ। এত সুন্দর জিনিস তোমাদের দান করা হয়েছে। পূর্বকার নবী ও তাদের উম্মত ইনফিরাদী ভাবে এক একটি অংশের উন্নতি সাধন করে। শেষনবীর যুগে এগুলিকে সমন্বিত বানিয়ে দেওয়া হয়। উচ্চমানতার সাথে ইবাদত করার পথ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম। জামিউল আরকান বলা হয়।

০২. নামায় হল **জামিউ ইবাদাতিল মুখতালিফা**। সকল ইবাদতের সওয়াব এই এক নামায়ের মধ্যে আছে। রূহের খাদ্য যেখানে ভিটামিন এ থেকে জেড বিদ্যমান। ইবাদাত বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। রোযা, সওম, হজ্জ, ইস্তিকবালে কিবলা, যিকির, তাসবীহ, তিলাওয়াত, ধ্যান মোরাকাবা, দুআ দুরূত, কিয়াম, জুলূস, রুকু, সেজদা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এখনো আছে। আর নামায়ের মধ্যে সবগুলি একত্রে জমা করা হয়েছে।

০৩. নামায়ের মধ্যে আছে **সৃষ্ট জগতের সকল মাখলূকের ইবাদতের সওয়াব**। মহাসৃষ্টির সবাই ইবাদতে মশগুল। গাছ-পালা, জীব-জন্তু, ইট-পাথর সবাই ইবাদত করে। ইবাদত ছাড়া তাদের জীবন অচল। ন্যাচারেল ভাবে। এছাড়া তাদের জীবন চলে না। আবার এতে তাদের উত্থরুদী নিজস্ব কোন উপকার নেই। সওয়াবের এই অর্জনটা দান করা হয় মানুষকে। গরু দুধ দেয়; দুধ সে নিজে খায় না। খায় মানুষ- এটাও তদ্রূপ।

কারণ হল মহামহিম আল্লাহ পাকের ইবাদতের যেই শান হওয়া উচিত সেটি আদৌ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় প্রকৃতির এই শক্তিকে তার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। তাতেও তো শান আসে না।

০৪. নামায়ের মধ্যে আছে **সকল ফেরেশতাদের ইবাদতের সওয়াব**। আসমান যমিনে নামায়ের প্রতিটি খণ্ডিত ইবাদতের মধ্যে কোটি কোটি ফেরেশতা নিযুক্ত করে রাখা আছে। তাদের নিজস্ব কোন সওয়াব নেই। এগুলি পার্টে পার্টে সংযুক্ত হয় মুমিন বান্দার নামায়ের সাথে। সুবহানাল্লাহ। বান্দার ক্ষুদ্র নামায় পূর্ণ কায়েনাতকে যুক্ত করে নেয়।

০৫. নামায়ের মধ্যে আছে **সকল ইবাদতের সকল ফাওয়ায়িদ**: গুনাহ মাফ হওয়া, নেক আমল পাওয়া, জাহান্নাম থেকে বিমুক্তি, জান্নাত লাভ, বিপদমুক্তি, মনষ্কামননা পূরণ, আল্লাহর রেযা, তাসলীম, তাকাররুব, যিন্দাহ মূরদা সকলের জন্য সওয়াব রেসানী, শেফা-আমরাজে জাহেরা ও আমরাজে বাতেনা ইত্যাদি।

০৬. নামায়ীর জন্য দুআ করে **সকল মাখলূকাত আবার বেনামায়ীর জন্য বদদুআ করে সকল মাখলূকাত**। কারণ নামায়ীর কারণে সকল মাখলূকাতের মেহনত কাজে লাগে। আর বেনামায়ীর দ্বারা তাদের মেহনত অপচয় হয়।

নামাযীর কারণে রহমতের ফয়সালা আসে তাতে সকলেই উপকৃত হয়। আর নামাযহীনতার কারণে গযব কিংবা বেরহমতীর ফয়সালা আসে ফলে সকল মাখলুকাতে কষ্ট করতে হয়। তাই তারা লানত করে থাকে।

০৭. **পূর্বকার উম্মতের জীবন যাত্রায় তেমন কোন বহুমাত্রিকতা ছিল না:** সকলের জীবন ছিল একই ধারার অভিন্ন ধারার। আর তাদের ইলম ও ইরফানও ছিল সীমিত পর্যায়ের। এই উম্মত হল বহুমাত্রিক। এদের পরিবেশে এরা স্বল্প সময়ে কাজ করে অনেক। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার কাজকর্মও চলে প্রহর অনুসারে। ঘুম থেকে উঠা, দ্বিপ্রহর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাতের বিশ্রাম, শেষরাতের আরাধনা ইত্যাদি। এজন্য তাদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের উপর ফরজ করা হয় **পাঞ্জগানা নামায**।

০৮. **পাঞ্জগানা নামায হল জামিউ আওকাতিল মুতাকাররাবা:** বিগত নবীদের ৪ জনকে স্পেশাল ৪টি সময় দেওয়া হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। সেটি হল ফজর যোহর আছর ও মাগরিব। আর ইশা স্পেশালভাবে নবী আ. কে দিয়ে মোট ৫ ওয়াক্তকে এই উম্মতের জন্য সুযোগ করে দেওয়া হয়। **ফজর-** হযরত আদমের তওবা কবুল হয়। আদম ২ রাকাত পড়েছিলেন। **যোহরে** হযরত ইসমাইল এর দুস্বা নাযিল হয়। ইবরাহীম ৪ রাকাতাত পড়েছিলেন। **আছরে** হযরত উযাইর পুনঃ জীবিত হন ৪ রাকাতাত পড়েছিলেন। **মাগরিবে** হযরত দাউদের তওবা কবুল হয় তিনি ৩ রাকাতাত পড়েছিলেন। **ইশা** ইতিপূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি। এটা স্পেশালভাবে শেষনবীর জন্য হাদিয়া। সে মোতাবেক আমাদের আজকের পাঞ্জগানা নামায।

০৯. **তাহারাত অজু মসজিদ ও কোয়ালিটির ক্ষেত্রেও দেওয়া হল বহু প্রশস্ততা:** আগে নাপাক লাগলে সেটি কেটে ফেলতে হত। ধুয়ে বা শুকিয়ে পাক করার বিধান ছিল না। এই উম্মতকে দেওয়া হল অজু বিকল্পে তায়াম্মুম। আগে নামায আদায়ের স্থান সুনির্ধারিত ছিল। যত্রতত্র নামায আদায়ের অনুমতি ছিল না। যে কোন সময় মাওলা পাকের অতি সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। এই উম্মতকে দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। গোটা পৃথিবীকে নামাযের স্থান ঘোষণা করা হয়। আগে আযান ইকামত জামাত ইত্যাদিও ছিল না। এগুলি এই উম্মতের জন্য স্পেশাল উপহার। যারা জাগতিক ভাবে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার দাম বুঝে তারা কিনা নামাযের এই সব আয়োজনকে দাম দিতে পারে। আগেকার নামায ছিল গায়েবানা খবর মাত্র। এই উম্মতের নামায হল বান্দার সাথে রবের যেমন গায়েবানা তাদারবুউ উপস্থাপন তেমনি উপস্থিত হামকালামী।

পাঞ্জগানা নামায কিভাবে নাযেল হল:

০১. মিরাজের আগেও ছিল, তবে দুই বেলা সাধারণত সকালে ও সন্ধ্যায়, তবে তাহাজ্জুদ ছিল তাই সাহাবীগণ সারারাত নামায পড়তেন। **থাস শেকেল** ছিল না। ০২. পূর্বকার নবীদের মধ্যেও ছিল তবে শুধু **সকাল আর সন্ধ্যা**। কারো জন্য শুধুই **এক বেলা**। ০৩. কিরাত রুকু সাজদা ইত্যাদির সংযুক্তিও ছিল না। কারো শুধু **কিয়াম**, কারো শুধু **সুজুদ**, কারো শুধু **রুকু** ইত্যাদি ছিল। ০৪. আওকাত, শেকেল, রূহানী উচ্চাসন, পূর্ণপতা- শুধু এই উম্মতকেই দেওয়া হয়।

পাঞ্জগানা নামায কি ও কেন

০১. পরিচয়:

**এক.** দীনের অতিগুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ: পিলার; না থাকলে বিলডিং নেই। **দুই.** জান্নাতের চাবি: দুয়ারই খোলা যাবে না। **তিন.** আন্নার উর্ধারোহন সিঁড়ি: নতুবা নীচে পড়ে থাকতে হবে। উপরে উঠার টিকেট পাবে না। **চার.** জাগতিক হালতে মাকামে মুশাহাদায়ে রাব্বানী: আন্নার হামকালামী মাওলার সাথে। আখিরাতে হামকালামী পেতে হলে দুনিয়ায় সেটির সূচনা ও ট্রেনিং জরুরী। নতুবা হয়ত দেখা হবে কিন্তু কথা হবে না।

০২. আমাদের জীবনে নামায কি অবস্থায় আছে:

**এক.** নামায পড়তে হয় আন তা'বুদালাহা কাআল্লাকা তারাহু- সিস্টামে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার যেই **যান্ত্রিক জীবন** সবাই মানসিকভাবে মহাব্যস্ত, মহা পেরেশান। একেক জন একেক কারণে। শরীর সংসার সমাজ রাজনীতি ইত্যাদির কারণে। নামাযে দাড়িয়ে আল্লাহর প্রতি অখণ্ড মনোযোগ হুজুরিয়ে কলব আনা, আনলেও তা শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয়ে উঠে না। বরং ভাবনা চলে যায় অন্য দিকে। আত্মহিত্যাত্ম পড়তে গিয়ে সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলে, রাকাতাত সংখ্যা ভুলে যায় আরো কত কি।

--- হাদীসে পাকে আছে কিয়ামতের আগে মসজিদে মুসল্লী ভরা থাকবে কিন্তু তাদের মনের ভিতর আল্লাহর মিকর থাকবে না। ইমাম রাকাতাত সংখ্যা ভুলে গিয়ে জিজ্ঞাস করল তো কেউ বলতে পারল না। একজন বললো তাও দোকানের হিসাব মিলানোর কারণে।

--- উদাসীনতার নামায সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে সেটি কবুল না করে উল্টা নামাযীর মুখের দিকে নিষ্ক্ষেপ করা হয়।

--- কেউ তো নামাযের জন্য সময় ঠিকই বের করে লয়। কিন্তু নামাযে খুশু খুযু আনার গুরুত্ব নেই। শুধু কিছু উঠা বসার ব্যায়াম ছাড়া ভিন্ন কোন অর্জন নেই। এক মন তো সবই এক মনই। কিন্তু স্বর্ণ লোহা তামা মাটি - ওজন তো সমান কিন্তু দাম সমান নয়। কারো নামায স্বর্ণের দামে গৃহিত হয় কারো রূপার দামে কারো মাটির দামে।

বিবেচ্য বিষয় হল, দুনিয়ায় কেউ কারো আশিক হলে মাসূকের জন্য সে কি না করে। সারঞ্জন তাকে মনের মধ্যে ধরে রাখে, প্রাপ্তির নেশায় পাগল হয়ে থাকে, প্রাপ্তির আশায় নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়, নিজের জান মাল ইজ্জত সব কুরবান করতে প্রস্তুত থাকে ইত্যাদি। আমরাও আল্লাহ পাকের আশিক দাবিদার। নামাযের হালতেও যখন মাসূকের সামনে আমরা বিদ্যমান থাকি তখনও আমরা তার ধ্যানে না থেকে অন্যের ধ্যানে থাকি- এই দাবি আমাদের কত অনর্থক।

আখিরাতে মাওলা পাকের সাথে দীদার ও হামকালামীর যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হয় নামাযের দ্বারা। সলফে সালেহীনের যারা হুজুরীয়ে কলবের মেহনত করেছেন তারা এই দুনিয়ায় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দীদারে ইলাহী ও হামকালামী স্বাধ উপভোগ করেছেন।

০১. শায়খ আবদুল ওয়াহিদ কাল্লা করতেন, বলতেন জান্নাতে নামায না থাকলে জান্নাতের মজা কিভাবে পাবো। ০২. হাজী সাব সেই বক্তাকে বললেন, আরে যদি রহমতের নজর নসীব হয়ে যায় তাহলে বলবো- আরশের নীচে মুসল্লা বিছানোর একটু সুযোগ দিলেই হবে। ০৩. ইয়াহয়া কান্কেলবী দীর্ঘ রুকু সেজদা করতেন। বলেন, তখন মনের ভিতর অনুভূতি এমন লাগে যে, আমি আমার মস্তক তাঁর কুদরতের কদমের উপর রেখে আছি। মাথা সরতে মন চায় না। ০৪. মুজাদ্দিদ রহ. বলেন, ‘দুনিয়ায় নামাযের মরতবা হল আখিরাতে দীদারের মরতবা’ কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ওয়াসওয়া বিমুক্ত নামায আদায়ে সক্ষম হবে সে জান্নাতে দীদার হিজাব বিমুক্ত লাভ করবে। নতুবা দীদার হয়ত হবে কিন্তু মাঝে থাকবে হিজাজ। আপসুস! নামাযের উপর মেহনত না করে গিয়ে কত ঠকতে হচ্ছে মানুষকে।

আমরা যারা তরীকতের মুজাহাদা করি মিকর মোরাকাবা ওজায়েফ আওরাদ আদায় করি তাদের একটি খাস টার্গেট হল- কি করে যাতে ইলাহীর রেযা, লেকা ও মুশাহাদা জুটিয়ে আনা যায়। মুশাহাদায়ে রাব্বানীর এই অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা পেলাম না তো আর পেলামটা কি।

আজকাল অনেকে নামাযের গুরুত্ব বুঝে না। অনেকে হুজুরীয়ে কলবের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। অনেকে আরকান আহকাম ঠিক মত জানেই না। অনেকে জানে কিন্তু তাহারাতের প্রতি যত্নবান কম। অনেকে শরীরের তাহারাত তো আছে কিন্তু মনের তাহারাত নেই। রেজাল্ট দাঁড়ায়- নামাযের সেই উপকারিতা পায় না।

হাদীসে বলা হয়েছে- ছাল্লু কামা রাআইতুমুনী উছাল্লী। এটা হল জাহেরে হাল্ আবার বলা হয়েছে- আন তা'বুদাল্লাহা কাআল্লাকা তারাহু। এটা হল বাতেনে হাল্। বুঝা গেল নামায পেতে হলে উপরোক্ত দুটিই জরুরী।

### ০৩. পাঞ্জগানা নামাযের কি মহাশান:

শরীঅতের সকল আহকাম নাযিল হয় যমিনে, নবী আ. এখানে বিদ্যমান অবস্থায় নাযিল করা হয়েছে। আর পাঞ্জগানা নামায নাযিল করা হয়েছে খবর দিয়ে আসমানে নিয়ে গিয়ে। তাও কি মহা আয়োজনের সাথে।

মেরাজের রাতে আরশের সাক্ষাতকারের সময়। মাহবুবকে ঢেকে নিয়ে একান্ত থেকে অতি একান্তের অবস্থা সৃষ্টি করে মুখোমুখি বসিয়ে মাকামে তাদাল্লীতে অবস্থানের সময়। উল্লেখ্য এই একথানা ফরয বিধান পয়গাম্বরের হাতে অর্পনের জন্য যেই গুরুত্ব ও ইহতিমাম রক্ষা করা হয়েছে অন্য কোন ফরয বিধান অর্পনে তার শতভাগের একভাগও করা হয়নি। বলা হয়েছে এটাই হল দিনের স্তম্ভ।

#### ০৪. হুকুম অর্পনের আয়োজন কত মনোগ্রাহী:

ইমাম সুযুতী দূররে মনসূরে নকল করেন, মসজিদে আকসার গেইটের বাইরে দেখলেন সকল **ফর ও গেলমান**। সালাম দিল। তারা বলল, আমরা আপনার পেছনে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে হাজির হয়ে গিয়েছি। ভিতরে ঢুকে দেখলেন, সারা মসজিদ মুসল্লীতে ভরা- সবাই পয়গাম্বর। ঐ একজন দাড়িয়ে নামায পড়ছেন, বৃদ্ধ তবে দাড়ি মোচ নেই। -- বাবা **হযরত আদম**। আবার আরেক জন নামাযরত। -বৃদ্ধ সাদা দাড়ি সাদা চুল- বড় বিনয়ী কাকুতি মিনতির হাল- মানে বাবা **হযরত ইবরাহীম**। আবার আরেক জন, নামাযরত বড় ছানুলী ছলুনী মনমোহনী হাল- ইশকের তড়নায় পাগল- **হযরত মুছা**। জিব্রীল আযান দিলেন তো ফেরেশতারা কাতারে কাতারে সবাই নেমে আসল। গোটা **মহাশূন্য ফেরেশতায় ভর্তি** হয়ে গেল। অবিলম্বে ইকামত প্রদান ও নবী আলাইহিস সালামকে সামনে **ইমামতের জন্য ঠেলে দেওয়া**। কেননা তিনিই সেখানে সবার চেয়ে আলা ও আফজাল। নামায শেষে রফরফে করে সাত আসমান অতিক্রম শেষে **আবার বাইতুল মামুরে গিয়ে নামাযে দাড়ানো**- ফেরেশতারা ইকতিদা করেন। **নামায শেষে দুই দল মানুষকে দেখা**। একদলের চেহারা উজ্জ্বল (উম্মতের নেকবান্দা) আরেক দলের চেহারা মলিন (গুনাহগার)। তাদের জন্য শাফাতা করলেন। সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা গেলে জিব্রীল বাধ্য হয়ে থেমে গেলেন। নবী আ. **ভিন্ন বাহনে করে 'খাতীরাতুল কুদস' গমন**।

খাস মাকামে তাজাল্লীতে পৌঁছে **পয়গাম্বরের অভিভাধন**- আততাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতে ..। যাতে এলাহীর পক্ষ থেকে **অভিভাধনের প্রতি উত্তর**- আস সালামু আলাইকা আইউহান নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ..। নবী আ. **মহাপ্রাপ্তির মধ্যে নিজ উম্মতকে সংযুক্তি** 'আস সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন' -- দীদার ও হামকালামীর চলে গেল ২৭ বছর।

(দীদার ও হামকালামীর অনুষ্ঠান এতটা মনোজ্ঞ বিবেচিত হল যে, শিরোনামগুলিকে নামাযের অংশ বানিয়ে চির স্মরণীয় করে রাখা হল।)

সেই একান্ত সময়ে উম্মতকে দান করা হল (ফরয করা হল) আল্লাহর সাথে দীদার ও হামকালামীর **রূপক (ছায়া) পদ্ধতি 'নামায'**। নবী আ. নিজেও মনে মনে উম্মতের জন্য এই জিনিস কামনা করছিলেন।

দেওয়া হল ৫০ ওয়াক্ত। মানে দৈনিক প্রায় প্রতি **আধা ঘন্টা পর পর নামায**। মহাপ্রাপ্তির মহাআনন্দের মুহূর্তে বাবা সন্তানদের জন্য শুধু ৫০ কেন ৫০০ দিলেও বলতেন, আরো দিন। বাবারা সন্তানদেরকে বেশীই দিতে আগ্রহী থাকেন। ফেরার পথে হযরত মুছা তন্বীহ করলেন। (আসলে তিনিই করাচ্ছেন) উম্মতের জন্য এটা মহাকল্যাণ কিন্তু **সবাই তো সর্বদা তাজাল্লীয়ে এলাহীতে বিভোর থাকবে না**। কাজেই কমিয়ে নিন। পয়গাম্বরও এখন স্বাভাবিক। বুঝেন কিন্তু আবার শরমও লাগে। বার বার ফিরে গিয়ে আমতা আমতা করতে থাকলেন। আল্লাহ কমাতে থাকলেন। ৯ বার আসা আর যাওয়া। এলাহিয়্যাতের সবকিছু পরিদর্শনের কাজও শেষ। স্থির হল কেবল ৫ ওয়াক্ত গড়ে সাড়ে ৪ ঘন্টা অন্তর অন্তর। যখন মাত্র ৫ হল তখন আল্লাহ বললেন, আমি আপনাকে -**মান জাতা বিল হাসানাতি ফালাহু আশরু আমছালিহা**- এর বিধান দান করে ৫ কেই ৫০ মান দিয়ে দিলাম। আমি আমার ফয়সালায় কোন পরিবর্তন করলাম না। মা ইউবাদিলুল কাওলু লাদাইয়া ওয়ামা আনা বিযাল্লামিন লিল আবীদ।

#### ০৫. ধরন পদ্ধতি ও আওকাত কিভাবে নির্ধারন করা হল:

পরের দিন যোহর থেকে ফজর শুরু সময়ে আবার পরের দিন শেষ সময়ে জিব্রীল অদৃশ্য থেকে দেখাতে থাকেন। **যোহর > আছর > মাগরিব > ইশা > ফজর**। চলে আসল পাঞ্জগানা নামায। নবী আ. সাহাবীদের নিয়ে তার অনুশীলন করে বাস্তবায়ন শুরু করলেন, **জিব্রীল > নবী > সাল্লু কামা রাআইতুমুনী উসাল্লী**।

বয়মী চুঁ সাজদা করদাম যে যমী নেদা বরামদ

কে মোরা খারাব কারদি তু বসাজদায়ে রিয়ায়ী।।

মায় জু ছার বসাজদা হুয়া কভী তো যমী ছে আনে লাগী ছদা  
তেরা দিল তো হ্যায় ছনমআশনা তুঝে কিয়া মিলেগা নামায় মৈ।।

ইশক আগার তেরা না হো মেরী নামায় কা ইমাম  
মেরা কিয়াম ভী হেজাব মেরা সুজুদ ভী হেজাব।।

## নামায় সম্পর্কে আরো কিছু কথা

**মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হল নামায়।** নামায় জানদার তো জিন্দেগী শানদার। আবার যার নামায় যতটা প্রাণবন্ত তার জীবন ততটা আনন্দময়। এটা কুদরতী বিধান।

**ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হল নামায়।** নামায় মানুষকে সকল মুনকারাত থেকে হেফাযত করে আবার মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছিয়ে দেয়। হাশরের দিন সর্বাগ্রে এই নামাযেরই হিসাব চাওয়া হবে।

নামাযকে শিখতে হয়, মেহনত মুজাহাদা করে বানাতে হয়। আল্লাহর হাবীব সা. যেভাবে নামায পড়তেন ঠিক সেভাবে আদায় করতে হয়। আহকাম ও মাসাইলের আওতায় নবী আ. এর নামাযের সাথে কত বেশী পরিমানে অভিন্নতা আনা যায় সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। নামাযে আল্লাহর হাবীবের দে হ, মন চিন্তা কাজ ধ্যান হুজুরী অনুভূতি তস্ময়তা ও ফানা ইত্যাদি সকল সফতের ক্ষেত্রে নিজেকে কত বেশী কাছাকাছি রাখা যায় সেই সাধনা চালিয়ে যেতে হয়।

**নামায হল সমন্বিত ইবাদত।** মানে নামাযের মধ্যে অন্যান্য সকল ইবাদতের সওয়াব বিদ্যমান। সকল মাখলুকের দুআ বিদ্যমান। সকল ফেরেশতার আমলী ফযেজ বিদ্যমান। সকল পয়গাম্বরের রূহানী তাওয়াস্কুহ বিদ্যমান। নামায আল্লাহ পাকের সকল মেহেরবানী অবতরনের একক ক্ষেত্র।

আদায় করার দিক থেকে নামায তিন প্রকারের। **এক.** সাধারণের মুসলমানের নামায; যেখানে মাসলা মাসাইল অনুসারে নামায আদায় করা হয় কিন্তু হুজুরিয়ে কলব পূর্ণ থাকে না। **দুই.** খাওয়াসের নামায; যেখানে মাসাইল অনুসরণের সাথে হুজুরিয়ে কালব আছে কিন্তু ফানা ফিল্লাহ নেই। **তিন.** আখাসসুল খাওয়াসের নামায; যাকে সাহাবাদের নামায বলা হয়, মানে যেখানে মাসাইল অনুসরণের সাথে হুজুরিয়ে কলব ও মহান আল্লাহর সমীপে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ফানা করে দেওয়া হয়।

নামাযকে আদায় করতে হয় চার সফতের সাথে। **এক.** সবকিছু একমাত্র আল্লাহ থেকে হওয়ার একীন নিয়ে নামায পড়া, **দুই.** শরীঅতের নির্ধারিত মাসাইল ও সুন্নাহ তরীকায় নামায পড়া, **তিন.** হাদীসে বর্ণিত ফাযায়েলের যওক শওক নিয়ে নামায পড়া, **চার.** ইহসান মুরাকাবা ও অনুভূতি যুক্ত ইস্তিহযার নিয়ে নামায পড়া।

কাজেই এই নামায আত্মস্থ করতে হলে কলবের মধ্যে একীন প্রতিষ্ঠার মেহনত, মাসলা মাসাইল জানার মেহনত, ফাযাইল চর্চার মেহনত, ইহসান মুরাকাবা ও অনুভূতি পয়দা করার মেহনত একান্ত জরুরী। মহান আল্লাহ সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

=====